স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
স্কুল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 19th Feb. 1964 { ৩৬শ সংখ্যা

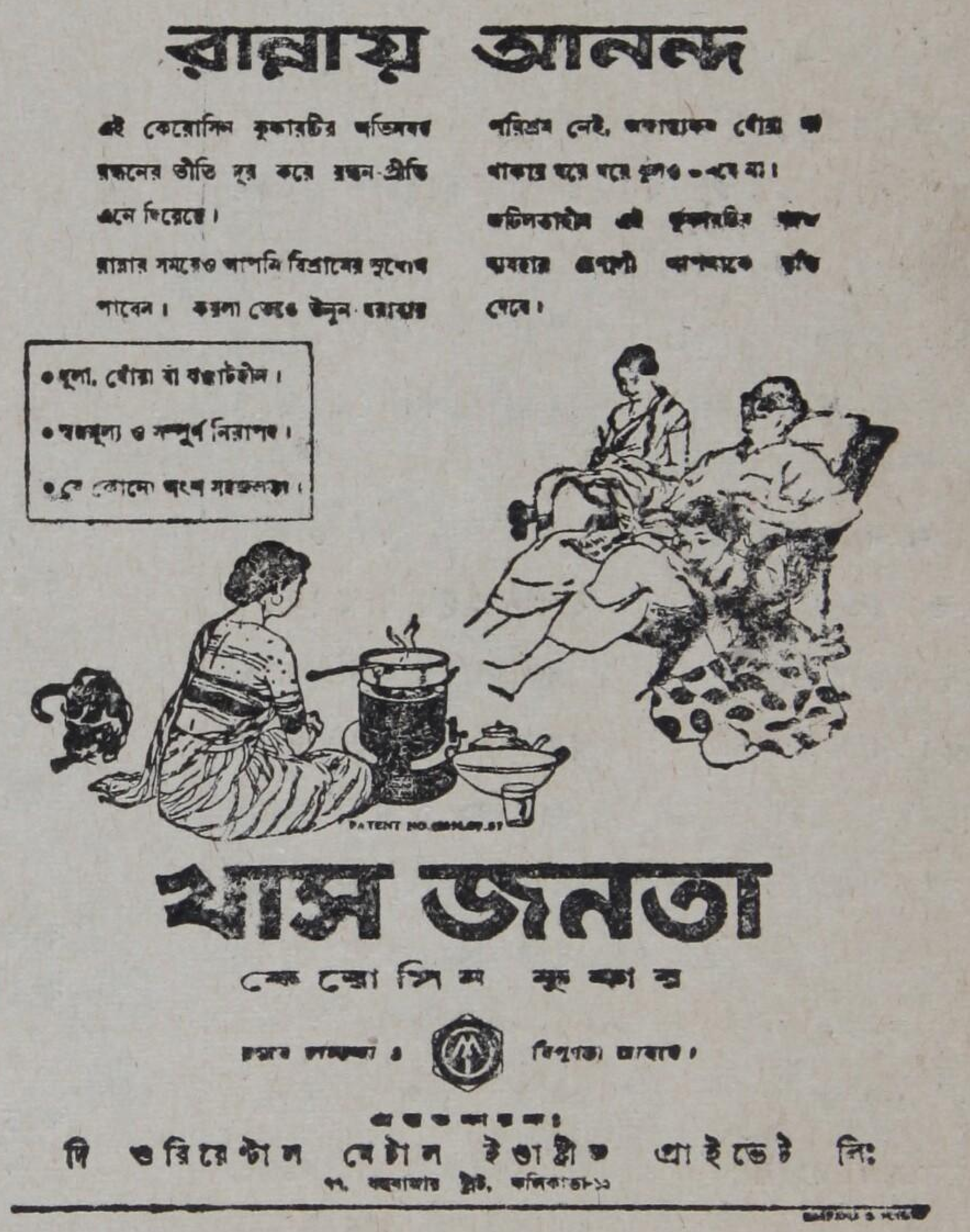

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।
আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)
* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি

—০—

অসম্ভব বিষয় সম্ভব করিতে যাহারা সমর্থ তাহাদের শক্তিকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি বলে। সত্য চিরদিনই সত্য, মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা। আজকাল সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাহারা সমর্থ, তাহারাও উপরোক্ত শক্তি সম্পন্ন বলিয়া, নিরীহ লোকদিগের ত্রাসের সহিত বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। অবিলম্বেই হউক, আর বিলম্বেই হউক, যখন ইহাদের কারচুবি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন যে পরিমাণ বাহবা পাইয়াছিল, তাহার বহুগুণ ধিক্কার পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অপকর্ম্মের দরুণ সাধারণের যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ হয় না।

আজ প্রায় ষোল বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভারত স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন হইবামাত্র নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি প্রস্তুত করা বা তদনুসারে কার্য্য করা অসম্ভব বলিয়া, প্রথম প্রথম ইংরাজের দাগা বুলানো খুব দোষের নয়। আইনজ্ঞ প্রাচীন শাসক ও রাজকর্ম্মচারিবর্গ যথাপূর্ব্ব রাজকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই ষোল বৎসরের মধ্যে যে সব গলদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার উপায় কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী ব্যাপার উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজের আমলে অনেক কালাবাজারী ধরা পড়িয়া দণ্ড পাইয়াছে। এদের পয়সার অভাব নাই। নূতন রাজ্যের নূতন সুযোগ লইয়া ইহারা এই সব রাজনীতিজ্ঞদের স্তবস্তুতি করিয়াই হউক, আর ভোগরাগ দিয়াই হউক, সাবেক কলঙ্ক ঢাকিয়া সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত ব্যবসায়ী তালিকায় স্থান পাইয়া আজিও কালো বাজারকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

বীণাপাণির নিকট দানাপানির আবদার

এলেন মাতা বীণাপাণি
ভক্ত কয় যুগ্মপাণি,—
দানাপানি জোটেনা মা পেটে।
ক'রে তোর আরাধন
হলেম মাগো হারাধন,
সারাক্ষণ মরি খেটে খেটে।
বাবা দিলেন হাতে খড়ি,
যা ছিল তাঁর হাতে কড়ি,
যাতে করি দিন চলিত খাসা।
খরচ ক'রে হলেম এম-এ,
উঠবো কি মা গেলেম নেমে,
গেল থেমে প্রাণের উচ্চ আশা!
ভাবতাম মোরা বড়লোক,
বাবার হলো পরলোক,
মরলোক ছেড়ে গেলেন তিনি!
সেদিন আমার ঘুচলো ধাঁধা,
সবই আছে দেনাই বাঁধা,
দেখলাম আমি বহু টাকার ঋণী!

লেখাপড়ার অহঙ্কারে—
গ্রাহ্য করি নাই যারে,
ঘৃণায় বলেছি সুদখোর,
বুঝিলাম এতদিনে
তাহারি নিকটে ঋণে
গলা শুদ্ধ ডুবে আছে মোর।
রোজই সে করে তাগাদা,
(এখন) সেই পণ্ডিত আমি গাধা
কাঁদাকাটি করি কত মত।
এখন দেখা পেলে তার,
আগেই করি নমস্কার,
কথা বলতে করি ইতস্ততঃ।
(ভাবি) এতে তুষ্ট থাকে যদি,
করি তার খোসামোদী
তাহাতেও পাইনা কো পার—
তাগাদা করিতে আসে,
তুষ্ট হয় কি মিষ্ট ভাষে?
বলে— জুয়াচোর বাটপার।

সুদ ও আসল ধরে,
দেখিল হিসাব ক'রে,
—সম্পত্তি যা রয়েছে রেহানী।

এখন হ'লে নিলাম,
হ'তে পারে তত দাম,
মোকদ্দমা করিল দেয়ানী।

হাকিম দিলেন ডিক্রী
নিলামে হইল বিক্রি
নিজে ডেকে নিল সে সকল।

তারপর মহাজন
ক'রে মহা আয়োজন,
ভিটে মাটি লইল দখল।

পাশ করি যবে বি-এ
বাবা দিয়ে দেন বিয়ে,
নিয়ে থোক ছ' হাজার টাকা;

পরীর মতন বধূ
তাও আবার নয় শুধু
স্বর্ণ দিয়ে সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।

বেচারী বৌ-এর বাপ
ক'রেছিল মহাপাপ,
আমারে সুপাত্র ভাবি তাই;

মুক্ত হলো কন্যাদায়,
পেয়ে দয়ালু বেয়াই—
তাঁরও আজ ভিটেখানি নাই।

আমার শ্যালকগুলি
কেউ কেরাণী মুটে কুলি,
সূচ্যগ্রে মৃত্তিকা নাই দেশে।

কি করে পেটের দায়
রয়েছে কলিকাতায়
রাত্রি কাটে হোটেলে বা মেসে।

বৌটিরে বা পাঠাই কোথা
কারে বলি দুখের কথা,—
ব্যথা পেয়ে নিজে হ'তে বলে—

কোলকাতাতে চাকরী খোঁজো
ডাক্তার ঘরে মাথা গোঁজো।
গয়না ক'খান বেচে য'দিন চলে।

অগত্যা করিলাম তাই,
এসে সেই কোলকাতায়,
নাম লেখালাম কেরাণীর দলে—

সারাদিন কলম পিষে
মজুরী যা পাই আপিসে
কোনক্রমে পেটটা যাচ্ছে চলে।

তারপর পুত্র কন্যা,
আসিল প্রবল বন্যা
ফলে গেল ডি, এল, রায়ের গান।

যার ঘরে অন্ন নাই,
তার ঘরে থাঁই থাঁই,
কেন যে জোটান ভগবান!

ভাবিলাম দুনিয়ায়
বোধ হয় আর নাই,
হতভাগা এ অভাগা সম।

ক'বছর হলো পার
গৃহিণীর অলঙ্কার
সব হলো উদরায় নমঃ।

যা' করি মা রোজগার
অন্ন তাতে রোজকার
চলে কিন্তু ব্যারাম পীড়ায়

ওষুধ আর ডাক্তারে
মাসে মাসে দফা সারে,
বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে যায়।

মেয়েটিও বড় হলো
বয়স বছর ষোল,
যে দেখে সে দেয় টিটকারী।

কি করি কোথায় যায়
দায়ের উপর দায়,
বাড়ীওলা বলে ছাড়ো বাড়ী।

দাঁড়াতে বসেছি পথে,
এইবার কোন মতে—
কষ্টে করি তোর আবাহন।

দায় সারা মত পূজা
করিলাম শ্বেতভুজা,
দীন দুঃখী আমি অভাজন।

তোমার সার্টিফিকেটে
সাধ মোর গেছে মিটে,
সব তোরে সমর্পণ করি।

স্থির করেছি দয়াময়ি,
হইব দারিদ্র্য-জয়ী
বিষ খেয়ে কিম্বা ডুবে মরি।

আমার স্নেহের বাছা
এতগুলি কচি কাঁচা
ইহাদের কেহ নাই আর।

এদের করিতে স্নেহ,
রহিবে না আর কেহ,
লও মাগো ইহাদের ভার।

মাতা কন শুনো বাপ
কেন এত অনুতাপ,
মহাপাপ আত্মহত্যা করা।

আমার সন্তান যত
সবাই তোমার মত
দরিদ্র নব্বই শতকরা।

আজি তো সময় নাই
সান্ত্বনা করি তোমায়,
শান্ত তুমি হবে বাপ যাহে

লজ্জা দিওনা রে মাকে,
লিখে যুক্তি দিব ডাকে,
পাবে তুমি আগামী সপ্তাহে।

ভেজাল ছানা ও দুগ্ধ বিক্রয়ের অপরাধে অর্থদণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ফৌজদারী সোপরদ্দ হয়। জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় অপরাধীদের প্রত্যেককে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

১। শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ, সাং হরিরামপুর, ভেজাল ছানা—৭৫-০০ টাকা।

ভেজাল দুগ্ধে—১। শ্রীতারাপদ ঘোষ, সাং জরুর ৫০-০০ টাকা, ২। শ্রীনাটু সরকার, সাং আইলের-উপর ৫০-০০ টাকা, ৩। শ্রীযতীন ঘোষ, সাং জোতকমল ৩০-০০ টাকা।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

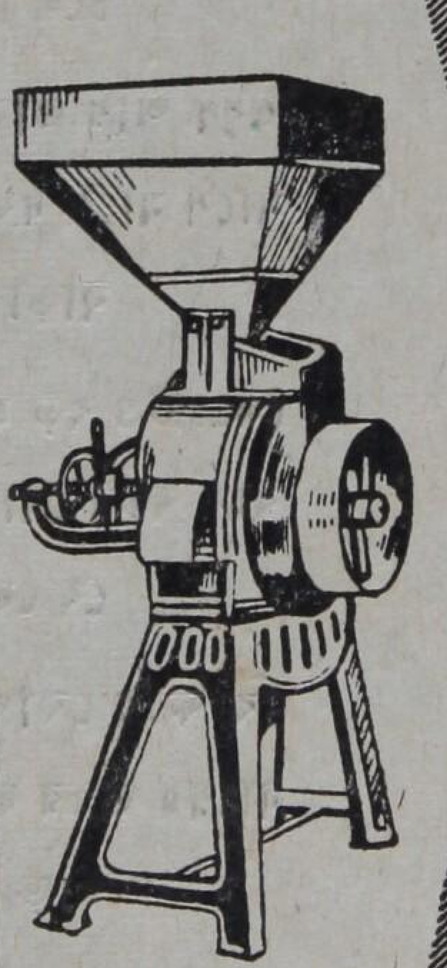

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

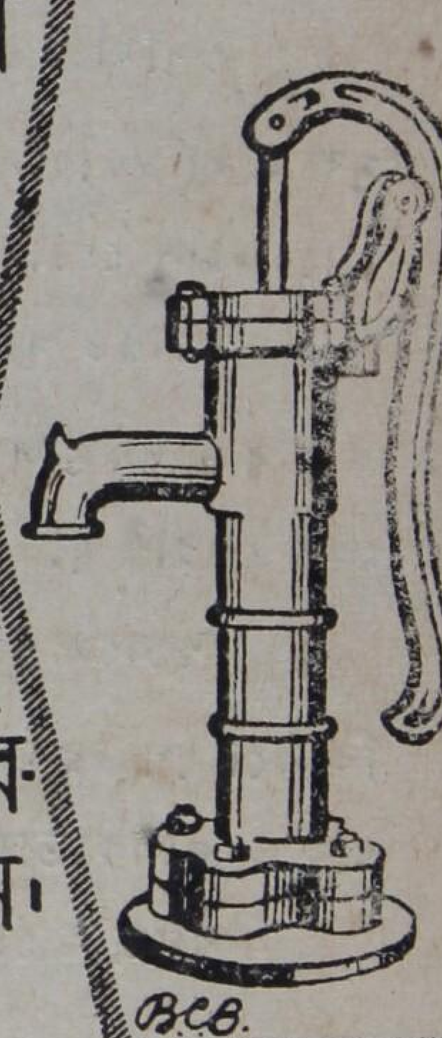

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।